ভোরের কাগজ

তারিখ 2·3 JUL 2005
পৃষ্ঠা - 6 কলাম ২

জেলা শিক্ষা অফিসারের বিরুদ্ধে উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ

সাঘাটায় অবৈধ নিয়োগপ্রাপ্ত ৫ শিক্ষককে এমপিও ভুক্তির পাঁয়তারা

সুন্দরগঞ্জ (গাইবান্ধা) প্রতিনিধি : জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদন উপেক্ষা করে জেলা শিক্ষা অফিসার মোটা অংকের উৎকোচের বিনিময়ে সাঘাটা উপজেলার জুমারবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়ে অবৈধভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত ৫ জন শিক্ষককে এমপিওভুক্ত করার কাগজপত্র অনুমোদন করে সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রেরণ করার গুরুতর অভিযোগ পাওয়া গেছে।

জানা গেছে, জুমারবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুল ওয়াহেদ বিধিবহির্ভূতভাবে নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে কাল্পনিক নিয়োগ পরীক্ষা দেখিয়ে মোটা অংকের উৎকোচের বিনিময়ে অবৈধভাবে ৫ জন শিক্ষক নিয়োগ করেন। এ ব্যাপারে উক্ত শিক্ষক পদে নিয়োগপ্রাপ্তির জন্য আবেদনকারী আইরিন আক্তারসহ ৪ জন প্রার্থী এই অনিয়মের বিরুদ্ধে জেলা প্রশাসকের বরাবরে এক লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসকের নির্দেশে সাঘাটা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বিষয়টি তদন্ত করেন। তদন্ত রিপোর্টে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শিক্ষক নিয়োগকে অবৈধ আখ্যায়িত করে নিয়োগ বাতিলসহ উক্ত দুর্নীতিপরায়ণ প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার তদন্ত রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসক ৫ শিক্ষকের নিয়োগ বাতিল করে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করে মহাপরিচালক মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরে একটি পত্র প্রেরণ করেন। এই পত্রের অনুলিপি যথারীতি জেলা শিক্ষা অফিসারের কাছে প্রদান করা হয়। জেলা প্রশাসকের রিপোর্ট প্রাপ্তির পর শিক্ষা বিভাগের মহাপরিচালক বিষয়টি পুনরায় তদন্তের জন্য গাইবান্ধা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ খন্দকার আহসান হাবীবকে দায়িত্ব দেন। সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ খন্দকার আহসান হাবীবও তদন্ত রিপোর্টে ৫ শিক্ষকের নিয়োগ অবৈধ উল্লেখ করে তা বাতিল করার সুপারিশ মহাপরিচালক বরাবরে প্রেরণ করেন। এসব তদন্ত রিপোর্টের অনুলিপিপ্রাপ্তির পরও গাইবান্ধা জেলা শিক্ষা অফিসার উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের যোগসাজশে ৫ শিক্ষককে এমপিওভুক্ত করার আবেদনপত্র অনুমোদন করে ঢাকাস্থ ব্যানবেইস কর্তৃপক্ষ বরাবরে প্রেরণ করেছেন।